"বঙ্গবন্ধু: নতুন প্রজন্মের ভাবনা ও ভবিষ্যতের দিকদর্শন" শীর্ষক গবেষণায় অংশগ্রহণ

আগ্রহী তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বহুমাত্রিক জীবন, মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে এবং স্বাধীনতার ৫০তম বছরে বিভিন্ন অর্থ নিয়ে আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনে প্রতিভাত হয়েছে। ইতিহাস বিকৃতির কালো অধ্যায় পেরিয়ে বিগত এক দশক বা তারও কিছু বেশি সময়ে বঙ্গবন্ধু স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মেধাতাত্ত্বিকভাবে আমাদের বঙ্গবন্ধু চর্চাও আগের থেকে আরো অর্থবহ ও বাঙময় হয়েছে।

এরপরও নানান কাজের ভিড়ে, আমাদের খেয়াল করা দরকার নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন প্রকৃত অর্থে ধারণ ও লালন করতে পারছে কিনা। রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া, তথ্য-প্রযুক্তি বিপ্লব, শিক্ষার পণ্যায়ন, সর্বগ্রাসী মূল্যবোধগত আগ্রাসন ইত্যাদি নানান কারণে যুব সমাজ-এর একটা বড় অংশ বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ে প্রশ্নবিদ্ধ শিক্ষা নিয়ে বড় হতে পারে। স্মর্তব্য যে, আমরা যেমন মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মের কথা বলি, তেমনি বিপরীত ভাবাদর্শের পৃষ্ঠপোষকতা সম্পন্ন নতুন প্রজন্মের দেখাও মেলে এই সমাজে।

এ কথা মাথায় নিয়ে, তরুণ প্রজন্মের ১০০ জন প্রতিনিধির ভাবনা একত্রিত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) পৃষ্ঠপোষকতায় **"বঙ্গবন্ধু: নতুন প্রজন্মের ভাবনা ও ভবিষ্যতের দিকদর্শন"** শিরোনামে একটি গবেষণাকর্ম হাতে নেয়া হয়েছে। এই গবেষণাকর্মের মাধ্যমে তরুণদের (ছেলে ও মেয়ে) বঙ্গবন্ধু ভাবনা নিয়ে ইউজিসি কর্তৃক প্রকাশ করার মানসে একটি গবেষণা পান্ডুলিপি তৈরি করা হবে এবং এর পাশাপাশি ওই তরুণদের বক্তব্যের বা ভাবনার সচলচিত্র সম্পাদিত ডকুমেন্টারি হিসেবে প্রকাশ করা হবে। ইউজিসির গবেষণা-প্রকাশনা হিসেবে এগুলো জাতীয় সম্পদ হিসেবে নিরন্তর ভূমিকা রেখে যাবে। এ কাজে সুযোগ পাওয়া তরুণেরা তাদের মেধা ও মনন দিয়ে নিজেদেরকে বৃহত্তর জাতীয় পরিসরে মেলে ধরতে পারবে। এ লক্ষ্যে আদর্শ তরুণদের কাছ থেকে এই গবেষণার অংশ হবার আগ্রহ প্রকাশ করে আবেদন আহবান করা হচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই গবেষণা থেকে বর্তমান প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কেমন ধারণা পোষণ করে, তাঁর জীবনের কোন দিকটি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে, ভাবায় ইত্যাদি জানা যাবে। এই কাজের মূল লক্ষ্য হবে তরুণদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের আলোকে যাচাই-বাছাই ও

গবেষণা করে একটি গ্রন্থের পান্ডুলিপি লেখা, এবং এ কাজ সমর্থিত সকল আনুষঙ্গিক প্রযুক্তিগত ও অপ্রযুক্তিগত দলিলপত্র সংরক্ষণ করা। তরুণদের বাছাই করার ক্ষেত্রে দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিনিধিত্ব, লৈঙ্গিক সমতা, নৃ-তাত্ত্বিক ও পেশাগত বৈচিত্র নিশ্চিত করা হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে চির অম্লান করে রাখতে সরকার ও নীতি নির্ধারকদের আর কি কি করা উচিত এবং কিভাবে করা উচিত তা এই গবেষণা থেকে উঠে আসবে। এই গবেষণা মুখ্যত নিচের প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজবে:

(১) নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুকে কিভাবে মূল্যায়ন করে?

(২) বঙ্গবন্ধু-মানস গঠনে কোনো তরুণ কার দ্বারা প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত হন?

(৩) নতুন প্রজন্মের ভাবনায় বঙ্গবন্ধুকে মূল্যায়নে কোনো নির্দিষ্ট ধারা বা অসঙ্গতি রয়েছে কিনা?

(৪) বঙ্গবন্ধু-জীবনের কোন দিকটি তাদেরকে বেশি প্রভাবিত করে?

(৫) তারুণ্যের বঙ্গবন্ধু ভাবনায় তাদের জন্মকাল, বেড়ে উঠার সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশ কোনো প্রভাব ফেলে কিনা?

এই প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রশ্ন উঠে আসবে।

বাছাই পদ্ধতি

সকল দিক বিবেচনায় এই গবেষণা কাজে তরুণ হিসেবে জাতিসংঘ নীতির আলোকে ১৮ থেকে ৩০ বছরের ব্যক্তিকে ধরা হবে। তবে প্রতিনিধি বৈচিত্র্য বজায় রাখতে এই বয়স ১৬ থেকে ৩৫-এর মধ্যে উন্নীত হতে পারে। এই বয়সসীমার মধ্যে থাকা শিক্ষার্থী, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা ও জাতিগোষ্ঠীর তরুণেরা আবেদন করতে পারবে।

এই কাজে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নকাঠামোর ভিত্তিতে গবেষণা প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত আবেদনের মধ্য থেকে দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে ১৩০ জন তরুণের (ছেলে-মেয়ে) অনলাইন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রাথমিকভাবে ১০০ জনকে বাছাই করা হবে। মনোনীত ১০০ জনের মধ্যে সবচেয়ে ভালো করা ৪০ জনকে নিয়ে ঢাকার অদূরে ৩ দিনব্যাপি একটা নিবিড় আবাসিক ক্যাম্প করা হবে। ক্যাম্পে সুযোগপাওয়া ছেলে-মেয়েরা পেশাদারিত্ব বজায় রেখে মানসম্পন্নভাবে লিখিতভাবে এবং ক্যামেরার সামনে তাদের সাক্ষাৎকার দেবে, যেটা হবে পান্ডুলিপি ও তথ্যচিত্রের মূলভিত্তি। তবে ক্যাম্পে সুযোগ না পাওয়া বাকি তরুণদের ভাবনাও গবেষণা পান্ডুলিপি ও সচলচিত্রে (ডকুমেন্টারি) সম্পৃক্ত করা হবে। তিন দিনের ক্যাম্পে সুযোগপ্রাপ্তদের আনুষঙ্গিক ব্যয় আয়োজকরা বহন করবেন।

কিভাবে আবেদন করতে হবে

আগ্রহী তরুণ-তরুণীরা নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ আগামী **২০ অক্টোবর ২০২১**-এর মধ্যে আবেদন করতে পারবে:

(১) গবেষণার অংশ হবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে প্রিন্ট/হাতে লেখা স্বাক্ষরিত একপাতার একটা আবেদন, সাথে যুক্ত একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি; আবেদনে নাম/ঠিকানা, ইমেইল এড্রেস, ফোন নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে,

(২) শিক্ষাগত সনদ (এসএসসি, এইচএসসি, অনার্স, মাস্টার্স ইত্যাদি) এবং জাতীয় পরিচয় পত্র বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নাগরিক সনদ।

সব ডকুমেন্টগুলো স্ক্যান করে একক পিডিএফ আকারে ইমেইল করতে হবে। ইমেইলের সাবজেক্ট ঘরে প্রথমে জন্ম সাল, তারপর নিজের নামের শেষ অংশ ও নিজ জেলার নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে (যেমন: **১৯৯৫_নোলক_ঢাকা**) । ইমেইলকৃত আবেদনের হুবহু একটা হার্ডকপি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নিচের ঠিকানায় ডাক/কুরিয়ার যোগে বা সরাসরি পাঠাতে হবে। আবেদন মূলত বাংলায় করতে হবে। প্রাপ্ত আবেদনের মধ্য থেকে বাছাইকৃত ১৩০ জনের অনলাইন সাক্ষাৎকারের তারিখ যথাসময়ে জানানো হবে।

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য নিম্নোক্ত ইমেইলে চিঠি লেখা যাবে। বিশেষ প্রয়োজনে **০১৬৭০৪৮০৬৮৬ (এডভোকেট নজিবুল ইসলাম রাসেল)** এই নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

সফট কপি পাঠাবার ঠিকানা: elcopugc@gmail.com

হার্ডকপি পাঠাবার ঠিকানা:

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান
স্যুট ১, দক্ষিণ,
সাগরিকা কমপ্লেক্স-বি (প্রিয়াঙ্গন শপিং সেন্টার-এর পেছনে)
৪৬ মিরপুর রোড
ঢাকা।